

50758 - মুসাফিরের জন্য কখন রোয়া ভঙ্গ করা হারাম

প্রশ্ন

মুসাফিরের জন্য কখন রোয়া ভঙ্গ করা হারাম? কারণসহ।

প্রিয় উত্তর

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিল প্রমাণ করছে যে, মুসাফিরের জন্য রমযানের দিনের বেলায় রোয়া না-রাখা জায়ে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “আরকেউঅসুস্থাকলেকিংবা সফরে থাকলেঅন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫]

আরও জানতে দেখুন [37717](#) নং প্রশ্নোত্তর।

ফিকাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই মুসাফিরের জন্য রোয়া না-রাখা বৈধ যিনি নামায কসর করা যায় এমন দূরত্বে সফর করেন এবং স্টো যদি বৈধ সফর হয়। আর কারো সফর যদি নামায কসর করার মত দূরত্বে না হয় কিংবা তার সফর কোন গুনাহর কাজে হয় সেক্ষেত্রে রোয়া ভঙ্গ করা বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি রোয়া না-রাখার জন্য সফর করে সেক্ষেত্রে তার জন্য সফর ও রোয়া ভঙ্গ করা উভয়টা হারাম।

নামায কসর করার দূরত্ব অধিকাংশ আলেমদের মতে, চার মনজিল তথা প্রায় ৮০ কিঃমিঃ। কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে, দূরত্বটা বিবেচ্য নয়; বরং মানুষ যেটাকে সফর হিসেবে আখ্যায়িত করে স্টোই বিবেচ্য।

দেখুন [38079](#) নং প্রশ্নোত্তর।

গুনাহের ক্ষেত্রে সফরকারী ব্যক্তির জন্য সফরের ছাড়গুলো (যেমন- নামায কসর করা) গ্রহণ করা বৈধ হবে না- এটি মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত।[দেখুন: আল-মুগনী ২/৫২)]

তারা এ অভিমতের কারণ দর্শন এভাবে যে, রোয়া না-রাখাটা একটা ছাড়। গুনাহর কাজে সফরকারী ব্যক্তি এ ছাড় পাওয়ার হকদার নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াত দিয়ে দলিল দেন: “তবে যে ব্যক্তি নিরপায় হয়ে অবাধ্যতা ও সীমালজ্যন ব্যতীত এগুলো গ্রহণ করে, তার কোন গুনাহ হবে না।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৩] আয়াত থেকে তাদের মতের পক্ষে দলিল গ্রহণের প্রক্রিয়া হচ্ছে- নিরপায় ব্যক্তি অবাধ্য ও সীমালজ্যনকারী হলে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল করেননি। যেহেতু অবাধ্য ও সীমালজ্যনকারী হচ্ছে পাপী। তারা বলেন: دل (অবাধ্য) হচ্ছে – খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। আর دل (সীমালজ্যনকারী) হচ্ছে- ডাকাত।

আর হানাফি আলেমদের মতে, গুনাহগার হলেও তার জন্য সফরের ছাড় যেমন, রোয়া না-রাখা, নামায কসর করা ইত্যাদি গ্রহণ করা বৈধ। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ারও অভিমত। [দেখুন: আল-বাহরুর রায়েক (২/১৪৯), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১১০)।

এ মতাবলম্বীরা জমভূর বা অধিকাংশ আলেম যে আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন তা মেনে নেননি। তারা বলেন: আয়াতে **الباغي** (অবাধ্য) হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার হালাল-খাদ্য খাওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে হারাম খাবার অঙ্গ করে। আর **المعددي** (সীমালজ্বনকারী) হচ্ছে- যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যতটুকু না হলে নয় এর চেয়ে বেশি পরিমাণ ভক্ষণ করে।

আর যে ব্যক্তি রোয়া না-রাখার জন্য সফর করে সে তো ইসলামী শরিয়তের সাথে ছল-চাতুরী করে। এজন্য তার শাস্তি হচ্ছে, তার ছল-চাতুরীর বিপক্ষে বিধান দেয়া।

হাস্তি মায়হাবের ‘কাশ্শাফুল কিনা’ (২/৩১২) গ্রন্থে বলা হয়েছে:

“যদি কেউ রোয়া না-রাখার জন্য সফর করে তার উপর উভয়টা হারাম হবে অর্থাৎ সফর করা ও রোয়া ভঙ্গ করা। কারণ তার সফর করার আর কোন কারণ নেই; রোয়া ভঙ্গ করা ছাড়া। রোয়া ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার কারণ হল যেহেতু তার রোয়া ভঙ্গ করার বৈধ কোন ওজর নেই। আর সফর করা হারাম হওয়ার কারণ হল, কেননা সেটা রোয়া ভঙ্গ করার একটা হারাম কৌশল।”[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

মুসাফিরের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত রোয়া ভঙ্গ করা বৈধ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার শহরের দালান-কোঠা কিংবা নিজ গ্রামের সীমা অতিক্রম না করে। এর পূর্বে রোয়া ভঙ্গ হারাম। কেননা সে তখনও মুকীম। আরও জানতে দেখুন 48975 নং প্রশ্নোত্তর।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসাফিরের জন্য নিম্নোক্ত স্থানে রোয়া ভঙ্গ করা হারাম:

১। যদি তার সফর নামায কসর করার সমান দূরত্বে না হয়।

২। অধিকাংশ আলেমের মতে, যদি তার সফর কোন বৈধ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে না হয়।

৩। যদি সে রোয়া ভঙ্গ করার জন্য সফর করে।

৪। যদি সে সফর শুরু করে, কিন্তু তার গ্রামের বাড়ি-ঘর কিংবা তার শহর অতিক্রমের আগেই রোয়া ভঙ্গে ফেলতে চায়।

৫। অধিকাংশ আলেমের মতে, পথও অবস্থা হচ্ছে- যদি কেউ যে স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে স্থানে পৌঁছে যায় এবং সেখানে চারদিনের বেশি থাকার নিয়ত করে। অন্য একদল আলেমের মতে, মুসাফির ব্যক্তি যতদিন মুসাফির অবস্থায় থাকবে ততদিন তিনি সফরের ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন, সে অবস্থান যত লম্বা সময় হোক না কেন। আরও জানতে দেখুন 21091 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহত্তে ভাল জানেন।